আর্য আক্রমণতত্ত্ব খৃষ্টান মিশনারী ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি কাল্পনিক মতবাদ

অমলেশ মিশ্র

আর্য আক্রমণতত্ত্ব খৃষ্টান মিশনারী ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি কাল্পনিক মতবাদ

অমলেশ মিশ্র

Arya Akarmantatha Kristhan Misanari O Engrej Oupnibasikder Uddesha Pranodita Ekati Kalpanik Matabad
by Amalesh Mishra

গ্রন্থস্বত্ব ঃ অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রকাশক ঃ অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

সংস্করণ ঃ ২৫শে অক্টোবর, ২০১৪
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

লেখক ঃ অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

অক্ষর বিন্যাস ঃ তপন কুমার সাউ
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৮২৪০৫৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রকাশক, কাঁথি

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র

আর্য আক্রমণতত্ত্ব খৃষ্টান মিশনারী ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি কাল্পনিক মতবাদ

ভূমিকা ঃ

এই বিষয় নিয়ে কোন প্রবন্ধ, নিবন্ধ হয় না — পুস্তক বা গ্রন্থ রচনা করতে হয়। বাস্তবিক এই বিষয়ে অতি মূল্যবান পুস্তক সমূহ মূলতঃ ইংরাজী ভাষায় রচিত। সেইরকম কয়েকটি পুস্তক অধ্যয়ন করার পরে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম অবশ্যই বাংলা ভাষায়। অতএব এই প্রবন্ধ আমার ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল নয়। আমি সংকলন করলাম মাত্র তাও অতিশয় সংক্ষেপে। সংকলনের কাজটি অধিকতর যোগ্য কারুর হাতে হলে বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার হত। কিন্তু পঃ বঙ্গের পণ্ডিত সমাজ এসব প্রসঙ্গে নজর দেন না। এই ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে এই বিষয়বস্তুর আলোচনা — মান্দাসে চেপে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা। মহা কবির ভাষায় ঃ তিতীর্ষু দুস্তরং মোহা দুডুপেনাস্মি সাগরম্ (রঘুবংশ)

মুখ্যবক্তব্য ঃ

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আর্যদের ভারত আক্রমণতত্ত্ব উপনিবেশবাদী ইংরেজ ও খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাল্পনিক মতবাদ। এই মতবাদ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ধাতুবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান কোন শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত তো দূরস্থান - সমর্থিতও নয়। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বিজ্ঞান জানতেন না। মূল সংস্কৃত অনেকে জানতেন না, এদেশে আসেন নি অনেকে, প্রত্নতত্ত্বের চর্চাই শুরু হয়নি সে যুগে। তখনো পর্যন্ত অপরিণত ভাষাতত্ত্বে অপব্যাখ্যার উপর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রচার সাহিত্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। আর্য-অনার্য — দ্রাবিড়দের মধ্যে কোন কালেই কোন বিরোধ ছিল না, কোন যুদ্ধ হয়নি। দ্রাবিড়রাও আর্য গোষ্ঠীভুক্ত — সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতার বিরোধী নয় — বৈদিক সভ্যতার উত্তরসূরী মাত্র।

পরবর্তীকালে বাম রাজনীতির প্রভাবিত জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ঐতিহাসিকরা রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে আজও ঐ তত্ত্ব প্রচার করেন। তাদের বক্তব্য ভারত বরাবরই বিদেশীদের অধীন। আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছিল, মুসলমারা বিদেশ থেকে এসেছিল, ইংরাজও বিদেশ থেকে এসেছে। এতে লজ্জিত বা অপমানিত হওয়ার কিছু নাই। অতএব বিদেশ থেকে মার্কসীয় তত্ত্ব এলেও ভারতীয়দের তা গ্রহণে আপত্তির

কারণ নাই। শুধু বিদেশীতত্ত্ব কেন, কোন বিদেশী অতি সাধারণ মহিলা এই মহান ভারতবর্ষের প্রধান হলেও আপত্তি নাই। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে অতীতে কিছু ছিল না। ইংরাজদের সংস্পর্শে এসেই তা ভারত শিখেছে। A Nation in the Making এই তাদের প্রচার।

এইভাবে ছাত্রাবস্থা থেকেই সকলের মনে হীনমন্যতা ইনজেকসন করে — জাতীয়তা ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে এ দেশবাসীকে অচেতন ও অনবহিত রাখা এদের উদ্দেশ্য যাতে এ দেশ কখনও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তৈরী হতে না পারে। জাতীয়তাবাদে মার্কসীয়রা বিশ্বাস করে না। যে দেশ বা যে ব্যক্তি নিজেদের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ করে না — সে দেশ সেই ব্যক্তি কখনও উন্নত হয় না।

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব ঃ

খৃষ্ট জন্মের ১৫০০ বছর আগে (অর্থাৎ আজ থেকে ৩৫০০) বছর আগে ভারতের বাইরে থেকে কিছু যাযাবর শ্রেণীর লোক ভারতে প্রবেশ করে। তারা এসেছিল সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে। তারা ছিল আর্যজাতি। বেদ তাদেরই রচনা এবং তা আনুমানিক খৃ. পূ. ১২০০ অব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ৩২০০ বছর আগে। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা এই আর্য সভ্যতার পূর্বসূরী।

ফ্রেডেরিক ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০১) ঃ প্রথমেই বলতে হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৮) ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন এবং এখনও প্রায় তাই আছে। অন্তত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের কোন পরিবর্তন হয়নি। (প. বঙ্গে পাঠক্রমে মার্কসীয় চিন্তা ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে মাত্র)। মেকলে এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার পরিবার ছিল গোঁড়া খৃষ্টান পরিবার এবং তার বিশ্বাস ছিল ভারত শাসনে খৃষ্টধর্ম চাবির কাজ করবে। খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরকরণ তার অন্যান্য অসদুদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল একটি। তিনি নিজেই বলেছেন — আমার পরিকল্পনা মত যদি ঠিক ঠিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা চলে তবে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে ৩০ বছরের মধ্যে মূর্তি পূজারী কেউ থাকবে না। (মেকলে, দি শেপিং অব দি হিস্টোরিয়ান — জনক্লাইভ, পৃ. ৪১২-৪১৩)

তার এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি এমন একজনকে চাইছিলেন যিনি ভারতীয় শাস্ত্রকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবেন যাতে শাস্ত্রত্যাগ করে নিউটেস্টামেন্টের দিকে ভারতীয়রা আগ্রহান্বিত হয়। চেহারায় ভারতীয় থাকলেও মানসকিতায় ইংরাজের দাস হবে। প্রথমে তিনি হোরেস হেম্যান উইলসনকে ধরেন। উইলসন নিজে রাজী না হয়ে ফ্রেডেরিক ম্যাক্সমুলারকে এগিয়ে দেন। মুলারের বয়স তখন ৩১। ১৮৫৪-র ডিসেম্বর ১ লক্ষ টাকা পাওয়ার চুক্তিতে মূলার দায়িত্ব নেন এমনভাবে বেদ-এর অনুবাদ করবেন যাতে হিন্দুদের বৈদিক শাস্ত্রে বিশ্বাস নষ্ট হয়। নিজে জার্মান (ইংরাজ বিরোধী) হলেও খৃষ্ট ধর্মের স্বার্থে তিনি এই কাজের দায়িত্ব নেন। (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠে যাওয়ায় প্রতিশ্রুতি ১ লক্ষ টাকা পেতে অসুবিধা হয়েছিল।) ৩১ বছর বয়স্ক সামান্য রোজগারের এক ব্যক্তির পক্ষে লক্ষ টাকা এবং খৃষ্ট ধর্মের প্রচার বড় কম লোভনীয় ছিল না। অর্দ্ধেক

রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভের সঙ্গে তুলনীয়। ম্যাকস্‌মুলার লিখেছেন — Sacred Books of the East। পরিকল্পিত প্রচারে মূলার হয়ে গেলেন বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্ত্ব বিদ যদিও তিনি কখনও ভারতবর্ষ ম্যাপে ব্যতীত অন্যভাবে দেখেননি। ভারতবর্ষের ইতিহাস ম্যাকস্‌মুলার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রচিত হল।

জাতি গর্ব (Racial Superiority) প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর মেকলে এবং অন্য বৃটিশ অফিসাররা প্রশাসনিক নীতি হিসাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ করেছিলেন।

ম্যাকস্‌মুলার ছিলেন গোঁড়া খৃষ্টান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ৪০০৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায় পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। ফলে ঐ তারিখের আগে ভারতীয় বা কোন কিছু সভ্যতা সংস্কৃতি থাকা বাইবেল অনুসারে অসম্ভব। তাই তার এই পাণ্ডিত্বপূর্ণ

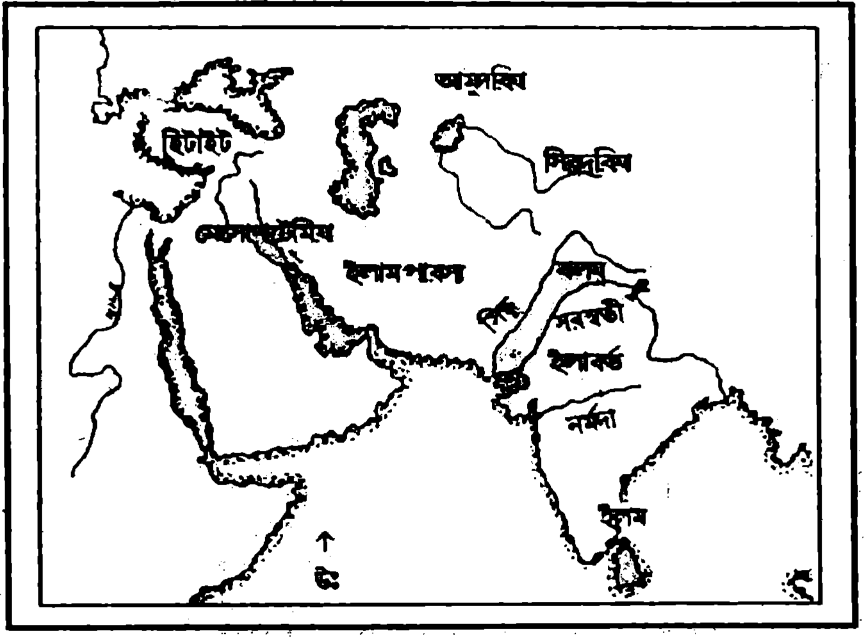

পুস্তক ভারতীয়দের খৃষ্টধর্মে রূপান্তরিত করার গোপন প্রয়াস। বাইবেলের প্রতি মূলারের কতটা বিশ্বাস ছিল ?

I look upon the account of creation given in the Genesis as simply historical [পৃ. ৪১৮-৮২ Life & Letters by Georgina Muller.]

বাইবেলের জেনেসিস-এ যা লেখা আছে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে, আমি তা ঐতিহাসিক বিবরণ বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে মূলারের লেখা দুটি চিঠি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। একটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন তার স্ত্রীকে ১৮৬৬ সালে।

"আমার এই পুস্তক (দি স্যাক্রেড বুক্‌স অফ দি ইষ্ট) ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলবে। তাদের ধর্মের মূলটা কোথায় তারা তা জানতে পারবে।

গত তিন হাজার বছর ধরে তারা যা বিশ্বাস করে এসেছে — সেই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করার এইটাই একমাত্র উপায় বলে আমি মনে করি।

This edition of mine and the translation of the Vedas will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, this is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand year (Max Muller, F. 1902. Life and Letters Edited by Georgina Muller, Page 328.]

১৮৬৮ সালে তিনি সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া - ডিউক অফ আরগিলকে লিখলেন :

ভারতের প্রাচীন ধর্মের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, এরপর যদি খৃষ্টধর্ম সে স্থান দখল করতে না পারে, সেটা কার দোষ ?

The ancient religion of India is doomed and if Christanity does not step in, Whose fault will it be ? (একই পুস্তক - পৃ. ৩৫৭-৩৫৮)

মনে রাখতে হবে ১৮৫৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং চলে যাওয়ার পর — তার সেই এক লক্ষ টাকার বাকী অংশে দেওয়ার মালিক ছিলেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। যে শর্তে তাকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা সেই শর্ত যে তিনি কত বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছেন এই দুটি চিঠি তার প্রমাণ। এগুলি তার গোপন উদ্দেশ্যেরও প্রমাণ বইকি। উল্লেখ্য যে ম্যাকস্মুলার পরবর্তীকালে তার মতামত পাল্টেছিলেন। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হবার হয়ে গিয়েছিল।

১৮৭১ সালে মুলার তার তত্ব পাল্টালেন যে আর্য কোন জাতিবাচক শব্দ নয়। জার্মানি অধিকৃত ফ্রান্সের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার মধ্যে তিনি বললেন যে আর্য বলতে জাতি বুঝায় না, ভাষা গোষ্ঠী বুঝায় — এই ভাষা গোষ্ঠীতে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, আবেস্তা এবং অন্যান্যগুলি আছে।

(Max Muller_Biographies of words and Home of Aryans - P. 26)

কিন্তু তিনি মত পাল্টালেন কেন ? জাতিতে জার্মান থাকেন ইংলন্ডে। তাকে ১ লক্ষ টাকাও দিয়েছেন ইংরাজরা। যশ প্রতিপত্তি হয়েছে ইংরাজ দয়ায়। কিন্তু ১৮৭১ সালে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হলো। ইংরাজরা উল্লেখ করলো যে আর্য জাতি ও আর্য সংস্কৃতির ধারণা জার্মান ঐক্য তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ইংলন্ডে বসে ইংলন্ডের টাকা খেয়ে জার্মান জাতীয়তাবাদ সমর্থন ইংরাজরা মানতে চাইল না। চাপ পড়ল মুলারের উপর। মতও পাল্টে গেল।

(মিশনারী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। ইতিহাস ও পাণ্ডিত্য দুটো ক্ষেত্রেই তারা নিজের দলের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে। তারা সবয়সময়ই দেশের জনগণকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য (tradition) থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। এও এক ধরণের ধর্মান্তরকরণ।)

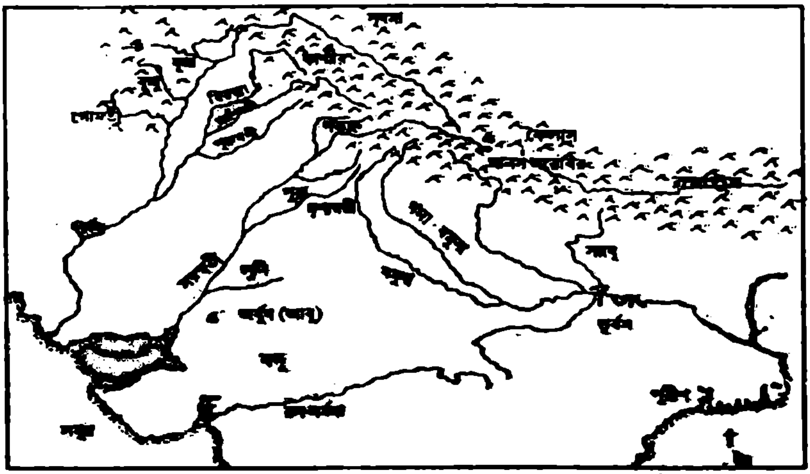

বৈদিক সংস্কৃতির যুগে ভারতবর্ষ ৪০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ — সরস্বতী নদী

প্রকৃতপক্ষে টমাস ব্যাবিংটন মেকলেও ম্যাক্স্‌মূলার এর মতলব না জানলে ভারতীয় ইতিহাসের এই বিকৃতি — আর্য আক্রমণতত্ত্ব বোঝা যায় না। তাই অতি সামান্য ভাবে ওদের সম্পর্কে লিখলাম। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও মেকলে প্রভাবিত। তাই থেকে এখনো মেকলাইট এডুকেশন্যাল সিস্টেম বলা হয়। এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য হাজির করা যায় কিন্তু প্রবন্ধের আয়তনের কথা আর পাঠকদের কৌতূহলের গভীরতার কথা ভেবে তা করা গেল না। আমি শুধু ভারতীয় ইতিহাস বিকৃতির পিছনে যে মানসিকতা ও যুক্তি কাজ করেছিল তার ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। মেকলে প্রবর্তিত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের শুধু চেহারাটাই হবে ভারতীয়। বাকী সবই আচার ব্যবহার, পোষাক, চিন্তাধারা, মানসিকতা সবই হবে ইংরাজ দাসত্বে। তারা ভারতীয় থাকবে না, অভারতীয়ও হবে না, হবে ইণ্ডিয়ান।

আমাদের পাঠ্য ইতিহাস বইতে কী আছে ?

প্রথমে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার একটি বিবরণ। ঘর-বাড়ি, জল নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলা হয় যে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০ যুগে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। যদিও সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি এই সভ্যতাকে আরও আগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩০০০-২০০০ সালের বলে বলছে।

যাইহোক, ইতিহাস বইতে লেখা হয়েছে খৃ. পূ. ১৫০০ অব্দ নাগাদ এই সভ্যতা বিনষ্ট হয়। এবার এই বিনষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় মধ্য এশিয়া থেকে আর্যরা (ইন্দো-ইউরোপীয়) এসে আক্রমণ করে। এরা অর্থাৎ আর্যরা ছিল nomadic barbarians অসভ্য বর্বর যাযাবর জাতীয়।

এই আর্যদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। তারা দ্রাবিড়দের বিরাট সভ্যতা ধ্বংস করল।

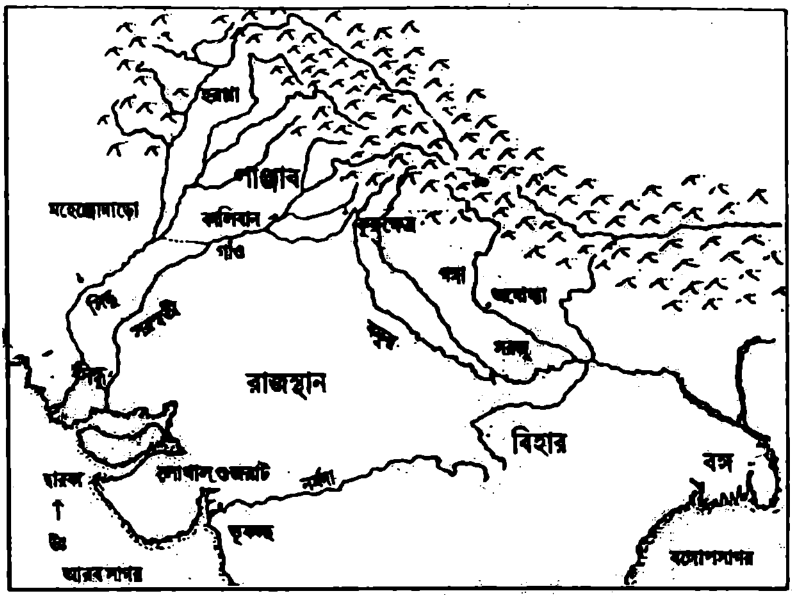

সিন্ধু সভ্যতার কালে সরস্বতী নদী খৃ. পূ. ২৫০০ অব্দ

দ্রাবিড়দের তারা অনার্য বলত। দ্রাবিড় সভ্যতা ধ্বংস হয় মোটামুটি ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত। তারপর বলা হয়েছে যে এই আর্যরা বেদগ্রন্থ রচনা করেছিল প্রায় ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দে। দ্রাবিড়রা পরাজিত হয়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যায়। এই হল অতি সংক্ষেপে আর্য আক্রমণ তত্ব - যা নাকি উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ব ও ইতিহাস পাণ্ডিত্যের কহিনুর।

এই যে সাল তারিখগুলো ওরা বললেন তা ওদের অনুমান মাত্র এর স্বপক্ষে কিছু ভাষাগত (linguistic) প্রমাণ খাড়া করা হল। বলা হল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বহু গবেষণা করে এই তত্বে পৌঁচেছেন। এই গবেষকদের মধ্যে প্রধান হলেন ম্যাক্স মূলার (১৮২৩-১৯০১)। আগেই বলেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উপনিবেশবাদী ইংরাজরা এই কাজটি করেছিল এবং খৃষ্টান মিশনারীরা ছিল সহযোগী। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় — যত ইউরোপীয় ইন্ডোলজিষ্ট আছেন — তাদের প্রায় সকলেরই খৃষ্টান মিশনারীর ব্যাক গ্রাউন্ড।

আর্য আক্রমণ তত্বের ত্রুটি ঃ

মাকস্‌মুলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই তত্ব যখন বাজারে ছাড়লেন — তখন আর্কিওলজি — প্রত্নতত্ববিদ্যার জন্মই হয়নি। ফলে এদের এই তত্বও সিদ্ধান্তগুলি প্রত্নতাত্বিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। সাল তারিখগুলি একেবারেই কাল্পনিক।

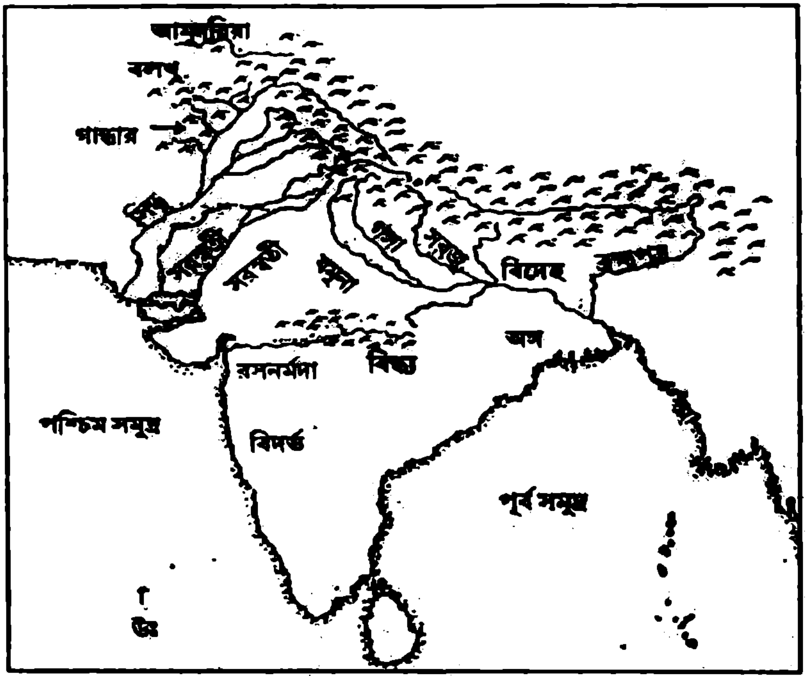

ভারতবর্ষ - ৪০০০ খৃ.পূ. লক্ষ্য করুন গঙ্গা ও যমুনা পশ্চিমে সরস্বতীর দিকে প্রবাহিত হত প্রাচীন ভারতে বেদে উল্লেখ আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, খৃষ্টান বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর ন্ম ৪০০৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ২৩ অক্টোবর। এই বিশ্বাসের কারণে এই খৃষ্টান পণ্ডিতরা াদের যাবতীয় সাল তারিখ ৪০০৪ খৃ. পূ. পরে বসিয়েছিলেন। বাইবেলের জেনেসিস ধ্যায়ে যে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে ম্যাক্সমুলার নিজে তাকে ইতিহাস বলেই মনে করতেন। তার থায় ঃ I look upon the account of creation given in the Genesis as simply istorical. (Max Muller F - 1902 P - 481-482) (বাইবেলের) জেনেসিসে উল্লিখিত ষ্টিতত্ত্ব কে আমি ইতিহাস বলেই মনে করি — ম্যাকস্ মুলার)

ম্যাকস্ মুলারের কালে প্রত্নতত্ত্ব ছিল না। অতএব তার সমস্ত তত্ত্বের সাল তারিখ ার মনগড়া — যে মন বিশ্বাস করত ৪০০৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বে পৃথিবী ছিল না। সই মনগড়া সাল তারিখ আজও চলছে এবং পরবর্তীকালের প্রত্নতত্ত্বর আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে সই মনগড়া তত্ত্বের সংগে খাপ খাওয়ানো হয়েছে। অর্থাৎ তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্ব সৃষ্টির বজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় — তত্ত্বের অনুকূলে তথ্যকে খাপ খাওয়ানোর অবৈজ্ঞানিক, উদ্দেশ্য ।ণোদিত ও অযৌক্তিক পদ্ধতি।

মুলারের তত্ত্বের পদ্ধতির যে মূল ভিত্তি — ভাষা তত্ত্ব, তাও তখনকার দিনে কোন

উচ্চ মার্গের ছিল না। তবু সেই ভাষা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করা পদ্ধতি অর্থাৎ বৈদিক ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় কোন ভাষার মিল দেখে উনি সিদ্ধান্ত করলেন আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছিল। ৪০০৪ খৃ. পূর্বাব্দের আগে যেহেতু পৃথিবী ছিল না তাই ভারতবর্ষও ছিল না। আর ধরে নেওয়া হল বাইরে থেকে ঐ ভাষা ভারতে এসেছে। ভারত থেকেও যে বাইরে যেতে পারে এ চিন্তা মূলার করেন নি — কারণ তার প্রতিপাদ্যই ছিল — ভারতের নিজস্ব কিছু ছিল না এবং ভারত বরাবরই বিদেশী অধিকৃত। তাই ইংরাজরা ভারত শাসন করছে এতে আপত্তির কিছু নাই।

মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও আবিষ্কার হয়েছিল — আর্য্য আক্রমণ তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার পর। এই তত্ত্ব রচিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। আর হরপ্পা খনন ১৯২১ এবং ১৯২২-এ। দয়ারাম সাহনী ১৯২১ সালে এবং আর. ডি. ব্যানার্জী ১৯২২ সালে খনন করে যা পেলেন — তারা ভারতীয় হওয়ায় ইংরাজরা তাদের সেই আবিষ্কারের মূল্য দিতে রাজী হয়নি। ১৯২৪ সালে জন মার্শাল সেই বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করলেন।

ঐ সময়ের পর মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন জানা গেছে যে তথাকথিত সিন্ধু সভ্যতার প্রাণ সিন্ধুনদ নয়, সরস্বতী। এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল সাড়ে দশ লক্ষ বর্গ কিমি. এলাকা জুড়ে। এই সভ্যতার কালে মেসোপটেমিয়া ও সুমেরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়ার তুর্কমেনিস্তান এমনকি বাহারিনের সঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। গুজরাটের লোথালে খনন করে প্রত্নতাত্ত্বিক এস আর রাও দেখিয়েছেন যে ঐ যুগে ভারতীয়দের জলপথেও কত ক্ষমতা ছিল।

প্রাচীন সরস্বতী নদীর উল্লেখ বেদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তথাকথিত সিন্ধু সভ্যতা-সরস্বতী-সিন্ধুকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার শেষ দিকের কথা।

ভি. এস. ওয়াকানকর এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে এখন জানা গেছে যে সরস্বতী কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করে আনু ২০০০ খৃ. পূর্বাব্দে সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে যায় এবং হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হওয়ার কারণ পরিবেশগত। আনুমানিক ২২০০ খৃ. পূ. থেকে ভয়াবহ খরার কারণে সিন্ধু বা হরপ্পা ধ্বংস হয়। বিদেশ থেকে কোন আর্যজাতি এসে তা করেনি।

হরপ্পায় আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির ভাষা দ্রাবিড়িয় বলে দাবী করা হয়েছিল। এস. আর. রাও (ডন এন্ড ডেভলিউশন অফ দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন) এখন যতটা আবিস্কার করেছেন তার থেকে জানা গেছে শীলমোহরগুলির ভাষাও সংস্কৃতর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, দ্রাবিড়িয় না। ক্রিপটোলজিষ্ট (লিপিবিদ্যা বিশারদ) সুভাষ কাক কম্পিউটার বিশ্লেষণ করেও প্রমাণ করেছেন যে ঐ ভাষা সংস্কৃতর সঙ্গেই যুক্ত।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি আর্য আক্রমণ তত্ত্বের সমর্থন করে না শুধু নয় — তার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে। J. G. Shaffer প্রণীত ইন্দো-ইউরোপীয়ান ইনভ্যাসন ঃ কালচার্যাল

মিথ এন্ড আর্কিওলজিক্যাল রিয়ালিটি গ্রন্থে বলেছেন যে আর্য আক্রমণতত্ত্ব একটি অলীক কল্পনা — ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভাবেই নিজস্ব (পৃ. ৮৮)

এই তত্ত্ব অনুসারে যেহেতু আর্যরা ১৫০০ খৃ. পূ. নাগাদ ভারতে এসেছিল সেহেতু হরপ্পা সভ্যতা আর্য পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা যা আর্য আক্রমণে পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নেয়। আর্য দ্রাবিড় সংঘর্ষের গল্প এইভাবে তৈরী। এর কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও তারা খাড়া করলেন।

মার্টিমার হুইলার বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক মহেঞ্জোদারো কয়েকটি কঙ্কাল দেখতে পেয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে আর্যরা যে গণহত্যা করেছিল এ তারই প্রমাণ। পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এস আর রাও প্রমাণ করলেন যে আক্রমণকারী ও আক্রান্তর হাড়গুলি বা কঙ্কালগুলির মধ্যে কয়েকশত বছরের সময় ব্যবধান আছে। সিমেট্রি আর ৩৭ এবং সিমেট্রি এইচ এই সময় ব্যবধান এমনই যে তথাকথিত আক্রমণকারীরা যখন এসেছিল তখন তথাকথিত আক্রান্তরা ছিল না। ফলে গণহত্যার তত্ত্ব হাস্যকর।

খননে প্রাপ্ত কতকগুলি পাথর ও পোড়ামাটির বস্তু দেখিয়ে হুইলার, মার্শাল, পিগট প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিক আর্য আক্রমণতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বললেন যে — এগুলি প্রমাণ করে যে লিঙ্গ পূজা সে যুগে ছিল — এদেরই পরে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ পূজক দ্রাবিড়ীয় বলে আমরা দেখতে পাই।

এস. আর. রাও বললেন যে ওগুলি কোন দেবমূর্তি নয় — ওজনের বাটখারা যা নাকি গুজরাট এলাকাতেও খনন করে পাওয়া গেছে (The Aryan Invasion Theory - A Repraisal by Srikant G. Talageri উদ্ধৃত পৃ. VI)। তা ভারতে কয়েকশত বছর প্রচলিত ছিল।

আর্য আক্রমণের তত্ত্বের এই সব তাত্ত্বিকরা ধরেছেন শিবপূজা মানেই দ্রাবিড়ীয় এবং দাক্ষিণাত্য। প্রকৃত কথা হল শিব পূজা প্রধানত হিমালয় ভিত্তিক অর্থাৎ নেপাল, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি এলাকার। ঐ সব তাত্ত্বিকেরা যে শিব পূজা সংক্রান্ত কোন তথ্য পেয়েছিলেন হরপ্পায় তাও নয় — সেটাও কাল্পনিক। দ্রাবিড় তত্ত্ব আর শিব পূজাকে এক করে দিয়ে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দেওয়া এবং বলা হল যে আর্য আক্রমণের ফলে হরপ্পীয়রা পালিয়ে গেছিল — বাকীরা ধ্বংস হয়ে গেছিল।

এই তাত্ত্বিকরা আরও বলেন যে হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়ার ব্যবহার ছিল না, আর্যরাই ঘোড়া এনেছিল — চাল সম্পর্কেও তারা একই কথা বলেন। এস. আর. রাও দেখালেন যে লোথাল, কালিবান গাঁও, সুরকোটাডা, রোপার এবং অধুনা পাকিস্তানের মহেঞ্জোদাড়োতে খনন করে প্রত্নতাত্ত্বিক যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা ঐ তত্ত্বের সমর্থন করে না বরং পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক আর্যদের সভ্যতারই অঙ্গ। আর্য যুগেই ঘোড়া এবং চালের ব্যবহার ছিল। পরে তা সিন্ধু যুগে এসেছে।

সরস্বতী নদী ঃ ঋগ্বেদে গঙ্গা নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে মাত্র একবার। কিন্তু সরস্বতী উল্লিখিত হয়েছে অন্ততঃত ৫০ বার। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১নং সূক্তের ১৬নং

মন্ত্রটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্ত্রে সরস্বতীকে বলা হয়েছে — অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী ও শ্রেষ্ঠা দেবী।

যমুনার পশ্চিমে আর শতদ্রুর পূর্বে ছিল এর অবস্থান। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫নং সূক্তের ২য় মন্ত্রে বলা হয়েছে এই নদী পাহাড় থেকে সমুদ্রগামী। এই নদী নহুষের সন্তানদের (বৈদিক যুগের জনগণ) প্রতিপালন করে। ঋষি শৌনক, গৃৎসমদ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সকলেই এই নদীর কথা বলেছেন। এই কারণেই যে সভ্যতা বৈদিক যুগে শুরু হয়ে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা অব্দি অগ্রসর হয়েছিল - তাকে সরস্বতী সিন্ধু সভ্যতা বলাই সঙ্গত।

সরস্বতী ছয় থেকে আট কিমি. চওড়া কোথাও কোথাও ১৪ কিমি.। এই নদী তাহলে কোথায় গেল ? প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও উপগ্রহ মারফৎ গৃহীত ছবি থেকে জানা যাচ্ছে — সরস্বতী উপনদীগুলির জলের অভাবে ক্রমশঃ দুর্বল হতে শুরু করে এবং ১৯০০-২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এই নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসতির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। উপগ্রহ ছবি দেখিয়েছে যে ঘর্ঘরা একসময় খুব বিরাট নদী ছিল।

ওয়াকানকার (লুপ্ত সরস্বতী নদী শোধা-হিন্দু-মারাঠী থেকে অনুদিত। ১৯৯২ সাল) দেখিয়েছেন যে একটি বিরাট নদী হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পতিত হত ভৃগুকচ্ছের কাছে। আমেরিকান উপগ্রহ ল্যান্ডসার্ট ও ফরাসী উপগ্রহ স্পট এই তথ্যকে সমর্থন করেছে।

বেদোক্ত সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্রীয় সূত্র ধরে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে বৈদিক সভ্যতার সন্ধ্যাকালে সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি। বৈদিক যুগ খুব কম করে হলেও ৭০০০ খৃ. পূর্বাব্দে শুরু এবং সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার কাল দাঁড়ায় খৃ. পূ. ৩০০০-২০০০ অব্দ।

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব শুধু প্রত্নতত্ত্বকেই অস্বীকার করেনি ভূগোলকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে। তাই ঐ তত্ত্ব অনুসারে খৃ. পূ. ১৫০০ অব্দে আর্য আক্রমণ এবং ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দে বেদ রচনার কাল সম্পূর্ণ হাস্যকর। সরস্বতী সিন্ধু সভ্যতা খুব কম করেও ৫০০০ বছর চলে ছিল। সিন্ধু নদের তীরবর্তী এলাকায় বসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। আর্য আক্রমণ তত্ত্ব অনুসারে আগে হরপ্পা সভ্যতা পরে বৈদিক সভ্যতা কাল্পনিক। এর স্বপক্ষে কোন ধরণের প্রমাণই নাই। এখানকার কথা অনুসারে প্রমাণিত হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার বছর ধরে বিস্তৃত বিশাল বৈদিক যুগের শেষ মাথায় সিন্ধু সভ্যতার যুগ এসেছিল।

সরস্বতীর ভৌগোলিক অবস্থানে যা জানা গেছে এবং তার তীরবর্তী এলাকাতে যত বসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে আর্যরা ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে বিদেশ থেকে এসে সিন্ধু সহ ৫টি নদী অতিক্রম করে সরস্বতী তীরে এসে বসবাস করল কেন যে সরস্বতী ২০০০ খৃ. পূর্বাব্দে শুকিয়ে গেছে? আর সেই শুকিয়ে যাওয়া নদীটিকে অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে বলে সাহিত্য রচনা করল ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দে ?

২২০০-১৯০০ খৃ. পূর্বাব্দে খরার কারণে সরস্বতী একাই শুকিয়ে যায় নি। আকাদীয়

যুগের সভ্যতা (মেসোপটেমিয়া ২২০০ খৃ. পূর্বাব্দে) শেষ হয়ে যায়। মিশরীয় (দ্বিতীয় রাজা) সভ্যতাও প্রায় ঐ সময়ে। ভারতে সিন্ধু সভ্যতাও ঐ সময়ে।

এস. আর. রাও তার ডন এন্ড ডেভোলিউশান গ্রন্থে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেদে উল্লিখিত আর একটি বিশাল নদীর নাম দৃশ্যাদ্বতী — তৃতীয় মণ্ডলের ২৩নং সূক্তের ৪ নং মন্ত্রে এই নদীর স্তুতি আছে। সরস্বতীও দৃশদ্বতীর দোয়াব অঞ্চলে ছিল কুরুদের বসতি।

ঋগ্বেদে উত্তর ভারতের যে বর্ণনা আছে যে ভূগোলের কথা আছে — তা ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দের হতেই পারে না। তারা অনেক অনেক আগের।

আমরা আগেই বলেছি যে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব — প্রত্নতত্ত্ব বা ভূগোলের সঙ্গে মেলে না। বেদ গ্রন্থে বর্ণিত ভূগোল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বৈদিক কালকে সিন্ধু সভ্যতার অনেক পূর্ববর্তীকালের বলে প্রমাণ করে।

বশিষ্ঠের মাথা ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ ব্যতীত ধাতুবিদ্যাও আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে নসাৎ করে দিয়ে বৈদিক কাল সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

জার্নাল্ অফ দি ইন্দো ইউরোপিয়ান স্টাডিজ নামক একটি বিজ্ঞান ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ক পত্রিকায় ১৯৯০ সালের ১৮ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম — এ্যানালিসিস অফ ইন্ডো ইউরোপীয়ান ভেডিক এরিয়ান হেড, ফোর মিলেনিয়াম বি. সি.। ঐ প্রবন্ধে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি 'মাথা'র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ রয়েছে (পৃ. ৪২৫-৪৪৬)। ঐ মাথাটি নিয়ে ধাতুগত সব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল তা ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি সম্মেলনে পেশ করা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। ঐ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন — ক্রোকার নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি অফ দি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া।

শ্রী নটরাজ এস রাজারাম (হাউসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত) ঐ মাথাটির নাম দিয়েছেন 'বশিষ্ঠের মাথা'। আমরা অতঃপর ঐ নামটি ব্যবহার করব। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে যে ঐ মাথাটি খৃ. পূ. ৩৮০০-৩৭০০ অব্দের — অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬০০০ হাজার বছর আগেকার। এই মাথাটি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে কার্বন ১৪ পরীক্ষা ছাড়াও রেডিও এ্যাকটিভ পরীক্ষা সমূহ করা হয়েছে। সব পরীক্ষার ফলাফল প্রায় একই দাঁড়িয়েছে যে ঐ ধাতু নির্মিত মাথাটির বয়স অন্ততঃ পক্ষে ছয় হাজার বছর। বশিষ্ঠের কাল ঐ সময় হওয়ায় শ্রী রাজারাম ঐ মাথার নাম দিয়েছেন বশিষ্ঠের মাথা। এই আবিষ্কার এতকাল প্রচলিত একটি মতবাদের (আর্য আক্রমণ তত্ত্ব) মূলে কুঠারঘাত করেছে।

পণ্ডিত ম্যাকস মূলার এবং অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সহ এদেশের মেকলে শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্ডিয়ান (ভারতীয় লিখলাম না ইচ্ছা করেই কারণ ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান আর ভারত এবং ভারতীয় — দুটি বিভিন্ন ব্যাঞ্জনা বহন করে) এতকাল আমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে আসছিলেন যে ভারতবর্ষের বৈদিক কাল বা উপস্থিতি খৃ. পূ. ১৫০০ অব্দের

আগে নয়। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে। অথচ এই আবিষ্কার ভারতবর্ষে আর্য উপস্থিতি ৬০০০ বছর আগে বলে ইঙ্গিত দেয়।

এই ধাতু নির্মিত বশিষ্ঠর মাথা ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে পাওয়া যায়। পেয়েছিলেন — হ্যারিহিক্স নামে এক আমেরিকান সংগ্রহকারী। পরে রবার্ট এ্যাণ্ডারসন নামে অপর এক আমেরিকান পদার্থবিদ নানা রকম পরীক্ষায় পরীক্ষা করে এর কাল নির্ণয় করেন ৩৭০০ খৃ. পূ. পরে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ এবং আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই মাথাটি নিয়ে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। সব পরীক্ষাতেই একই ফল পাওয়া যায় যে এটি আনুমানিক ৩৮০০-৩৭০০ খৃ. পূর্বাব্দের।

বেদের সপ্তম মণ্ডলে বশিষ্ঠের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে এই মাথাটির মিল থাকায় হিক্সও এটিকে বশিষ্ঠের মাথা বলেছেন।

বশিষ্ঠ ছিলেন ভারত বংশীয় রাজা সুদাসের প্রধান পুরোহিত। রাজা সুদাসের কাল মহাভারতের ৬৫০ বৎসর পূর্বে। মহাভারতে কাল নির্ণীত হয়েছে আনুমানিক ৩১০০ খৃ. পূর্বাব্দে। তাহলে বশিষ্ঠের কাল, রাজা সুদাসের কাল ৩৮০০-৩৭০০ খৃ. পূর্বাব্দে দাঁড়ায়।

এ যুগে ধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে নবতম আবিষ্কার হরিয়ানার কুনাল। কুনাল সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চল ছিল। কুনালে রৌপ্য অলংকারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুনালের ঐতিহাসিক কাল ৩০০০ খৃ. পূর্বাব্দ - ৩৩০০ খৃ. পূর্বাব্দে। তাহলে রৌপ্য নিষ্কাষনের জ্ঞান ৩৩০০ খৃ. পূর্বাব্দের আগেই হয়েছিল।

ঋগ্বেদে রৌপের উল্লেখ নাই। রূপার সংস্কৃত নাম — রজতম্ হিরণ্যম্ — অর্থাৎ সাদা সোনা এবং এই রজতম্ হিরণ্যমের উল্লেখ পাওয়া যায় সর্ব প্রথম যজুর্বেদে। তাই অনুমান করা যায় ঋক বেদের কালে ধাতুর ব্যবহার থাকলেও - তা থেকে রজতম্ হিরণ্যম্ নিষ্কাষণের পদ্ধতি জ্ঞাত ছিল না।

কে. ডি. শেঠনা — The problem of Aryan Origin 1992 গ্রন্থে এবং Aryans and the Origin of Civilization ডেভিড ফ্রলে রাজারাম প্রণীত গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

কুনালেরও পরে আসছে হরপ্পা যুগ। এই যুগে ধাতু বিদ্যা অনেক উন্নতমানের। হরপ্পার যুগ বৈদিক যুগের শেষের দিকে আনুমানিক ৩০০০-২৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে। গুজরাটের কাছে লোথালে এই উন্নত ধাতু বিদ্যার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তার থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও ধাতু বিদ্যার নিদর্শন থেকে বলা যায় যে আর্য জাতি বলে বিদেশাগত কোন জাতি ছিল না — তারা এদেশেরই।

আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষ অলীক।

বৈদিক কাল প্রায় সাত হাজার বছর বিস্তৃত ছিল।

বৈদিক সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতার থেকে প্রাচীনতর — এখন থেকে ৬ হাজার বছর আগে সরস্বতী নদী কেন্দ্র করে বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে ধারাবাহিক। এখন থেকে প্রায় ৫ হাজার

বছর আগেকার। ম্যাক্স মুলার কথিত সময় কাল কাল্পনিক তার স্বপক্ষে প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল বা ধাতু বিদ্যার সমর্থন নাই। অনুন্নত ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ঐ মতবাদ বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত। পরে দেখা যাবে ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিটিও ঠিক নয়।

ফ্রলের ধাঁধা ঃ গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশ্লেষণেও আর্যতত্ত্ব হাস্যকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু সে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমেরিকান পণ্ডিত ডেভিড ফ্রলের উল্লিখিত একটি ধাঁধার উল্লেখ করতে হয়। ধাঁধাটি এইরকম ঃ

বহিরাগত আর্যরা ভারতে এসে বিশাল সাহিত্য রচনা করল — বেদ-ব্রাহ্মণ, সূত্র, মহাকাব্য, পুরান ইত্যাদি যার সম্পূর্ণ আমাদের কাছে না পৌঁছালেও যতটুকু পাওয়া গেছে তা থেকেই বলা যায় — বিশ্বের বিশালতম সাহিত্য কীর্তি। কিন্তু তাদের কোন ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম না। শুধুমাত্র তারা বহিরাগত। তাদের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমরা পেলাম না।

অপরদিকে আমরা হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার অনেক ইতিহাস পেলাম — অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পেলাম কিন্তু তাদের কোন সাহিত্য পেলাম না।

তাহলে ধাঁধাটা দাঁড়াল এইরকম যে তথাকথিত যাযাবর বর্বর বহিরাগত আর্যদের সাহিত্য আছে কিন্তু ইতিহাস নাই — আবার সিন্ধু বা হরপ্পার লোকেদের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব আছে কিন্তু কোন সাহিত্য নাই। এতবড় সভ্যতা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হল অথচ তার কোন সাহিত্য সম্ভার পাওয়া গেল না।

আর্যদের সাহিত্য আছে, ইতিহাস নাই। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস আছে, সাহিত্য নাই। অসভ্য বর্বর যাযাবরদের সাহিত্য পাওয়া গেল। কিন্তু সুসভ্য সংস্কৃত হরপ্পীয়দের কোন সাহিত্য পাওয়া গেল না।

বেদ পণ্ডিত ফ্রলের ধাঁধার বাইরে আমরা আর একটি বক্তব্য পাঠকদের ভাবতে অনুরোধ করি —

এত বিশাল বৈদিক সাহিত্যে ভারতবর্ষের বাইরে কোন ভূগোল বা সভ্যতা সংস্কৃতির উল্লেখ নাই। নাই কোন গাছপালা, পাহাড় পর্বত বা নদীনালার উল্লেখ। অথচ কলকাতার খ্যাতিলাভ করা বহু সাহিত্যিকের সাহিত্য কীর্তিতে পূর্ববঙ্গের ছবি পাওয়া যায়। মাতৃভূমির আকর্ষণ gravitation pull of the Motherland সাহিত্যে একটি অতি সাধারণ ঘটনা সাহিত্যের বাইরের কথপোকথনেও। এদেশে বসবাসকারী বহু পূর্ববঙ্গবাসী নিজ দেশের নিজেদের সম্পত্তি মাছ ভরা পুকুর, আম গাছ ও নারিকেল গাছের কথা -কথোপকথনে উল্লেখ করেন — সাহিত্যিকরা তাদের গল্পে উপন্যাসে। কিন্তু বিশাল বৈদিক সাহিত্যে gravitation pull of the Motherland সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এটা কি বাস্তবে সম্ভব ? দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যেও এমন কিছু পাওয়া যায় না যা থেকে বলা যায় যে তারা কোনও এক জায়গা (সিন্ধু সভ্যতা) থেকে পালিয়ে এসে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে প. বঙ্গে পালিয়ে আসার পরে সাহিত্য যদি পূর্ববঙ্গীয় ভূগোল ও ভাষার রেশ পাওয়া যায় মধ্য এশিয়া থেকে চলে আসা আর্যদের বিশাল সাহিত্যে তাদের পুরানো মাতৃভূমির ভূগোলের রেশ

কেন পাওয়া যাবে না ? সিন্ধু সভ্যতার এলাকা থেকে আর্যদের আক্রমণে সুদূর দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে এলে দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলির পরবর্তীকালে সাহিত্য তার রেশ থাকবে না কেন?

বৈদিক গণিত ঃ এ. সিডেনবার্গ দুটি তথ্য বিস্ফোরক পুস্তক তার গবেষণার ভিত্তিতে রচনা করেছেন The Ritual Origin of Geometry এবং The Origin of Mathematics। প্রথমটি ১৯৬২তে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন বৈদিক গণিত-প্রাচীন শুলবা সূত্রগুলি প্রাচীন গণিত শাস্ত্রের জনক যা ভারতবর্ষ থেকে প্রাচীন ব্যবিলন-মিশর ও গ্রীসের পিথাগোরাস-এর কাল পর্যন্ত পৌঁচেছিল। প্রাচীন ব্যবিলন (খৃ. পূ. ১৯০০-১৭৫০) ও মিশর (খৃ. পূ. ২০০০-১৮০০) তাদের গণিত সুনিশ্চিত ভাবেই বৈদিক গণিত-শূল বা সূত্র থেকে গ্রহণ করেছিল।

আর্য আক্রমণ তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন যে ঐ সূত্রগুলি খৃ. পূ. ১৫০০ অব্দের আগে হতেই পারে না কারণ আর্যরা আক্রমণ করেছিল ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে এবং বেদ রচিত হয়েছিল ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দে।

সিডেন বার্গ তার অরিজিন অফ ম্যাথিমেটিকস গ্রন্থে যুক্তি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে পিথাগোরাসের জ্যামিতিক সূত্র প্রাচীন ব্যবিলনের গণিত দুটোই আরও কোন প্রাচীন সূত্র থেকে গৃহীত। (প. ৩২৯) এই আরও কোন প্রাচীন সূত্র বলতে শুলবা সূত্রগুলিকেই বোঝায়।

এন. এস. রাজারাম তার Language, Mathematics and Astronomy a chronologic Synthesis of the Vedic Age গ্রন্থে এবং রাজারাম ও ডেভিড ফ্রলে প্রণীত Vedic Aryans and Origin of Civilisation গ্রন্থে (দুটিই ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত) বলেছেন যে মিশরের পিরামিড যে জ্যামিতিক ও গাণিতিক সূত্রের নির্মিত তা বৌধায়ন সূত্রে পাওয়া যায়।

The Ritual Origin of Geometry পুস্তকে সিডেনবার্গ লিখলেন — মিশরে এবং ব্যাবিলনে যে জ্যামিতিক সন্ধান পাওয়া গেছে — তা শুলবা সূত্রগুলি থেকেই নেওয়া (পৃ. ৫১৫)। সিডেনবার্গ এর গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে সূত্রগুলি অন্তত ২১০০ খৃ. পূর্বাব্দের। কিন্তু আর্য আক্রশ তত্ত্বানুসারে সূত্রগুলির কাল নির্ণীত হয়েছে খৃ. পূ. ৬০০-২০০০ অব্দ।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঘর বাড়ি সম্পর্কে পাওয়া গেছে তা কঠিনভাবে গণিত জ্ঞান নিয়ে। একথা সাধারণভাবে সত্য যে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রয়োগ প্রায় সমসাময়িক হবে। ২১০০ খৃ. পূর্বাব্দের আগে যদি গণিত না থাকে তবে তার পরবর্তীকালের হরপ্পা সভ্যতার ঘর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্ভব কী করে ?

আর্য আক্রমণ তাত্ত্বিকরা আমাদের একটি অসম্ভব কথা বুঝাতে চাইছেন যে হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন ২০০০-১৮০০ খৃ. পূর্বাব্দে, সূত্র গণিত ৬০০-২০০ খৃ. পূর্বা। অর্থাৎ তারা যা বোঝাতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ উল্টো। আগে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ সূত্র রচিত হয়েছে — তার উপর ভিত্তিক করে পরে প্রয়োগ হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ও সহজ সরল যুক্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে তথাকথিত ভাষাতত্ত্ব যা ম্যাকস মুলারদের যুগে খুবই অনুন্নত ছিল তার ভিত্তিতে তার ঐ আর্য আক্রমনতত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূগোল, ধাতুশাস্ত্র এবং গণিতের সাহায্যে প্রমাণিত হয় না। সবগুলি শাস্ত্রই আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে হাস্যকর করে তুলেছে।

অবশ্য ম্যাকস মুলার পরবর্তীকালে তার ভুল স্বীকার করেছিলেন। যেমন এদেশের বামেরা ইচ্ছা করে ভুল করে ভুল শেখায় পরে আবার সে ভুল স্বীকার করে।

১৮৭১ সাল থেকে বক্তৃতাগুলিতে ম্যাকস মুলার আর্য বলতে জাতি বোঝায় একথা আর বলেন নি। আগে যা বলেছেন যে ঠিক নয় তাও বলেছেন। বেদের রচনাকাল সম্পর্কে তিনি তার আগের তত্ত্বও ত্যাগ করেছেন। তিনি এবার বলনে, '১৫০০-২০০০ বা ৩০০০ কত খৃষ্ট পূর্বাব্দে বেদ রচিত হয়েছে তা পৃথিবীর কোন শক্তি নির্ণয় করতে পারবে না।' কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তিনি ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বরে মেকলের সঙ্গে এক লক্ষ টাকার চুক্তি করে মিশনারী ও ইংরাজ রাজ্যে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সফল হয়েছে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে আর্যদের ভারত আক্রমণ, আর্যজাতি ও দ্রাবিড়জাতির কাল্পনিক মতবাদ একমাত্র সত্য ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদরা অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখে ফেলেছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা আলো করে বসে আছেন। তখন আর যে উপায় নাই। দেশী বিদেশী এই সব প্রথিত যশারা :—

১) বিদেশী চিন্তা ও অর্থে পরিপুষ্ট (ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে খাটো করে প্রবন্ধ লিখতে পারলে ২০০ পাউন্ড পুরস্কার)।
২) এরা ভারতীয় সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য মূল ভাষায় অধ্যয়ন করেন নি।
৩) তুলনামূলক ভাষা চর্চায় এরা অবর্চীন।
৪) বিজ্ঞান সম্পর্কে এদের জ্ঞান ছিল না।
৫) প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান — সব শাস্ত্রেই এরা ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতি।

আর্য : এদের পাণ্ডিত্য পরিধির নমুনা দেখুন। বেদ সাহিত্য নিয়ে এরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ধর্ম ও রাজনীতির খেলা আরম্ভ করলেন। আর্যদের নিয়ে এত কথা বললেন। আর্যদের জাতি বলে বলা হল। অথচ এদের এই সব চর্চার ১২০০-১৩০০ বছর আগে অমর কোষ প্রণীত হয়েছিল। অমর কোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ এই সব ধুরন্ধর পণ্ডিতদের প্রায় ১৩০০ বছর আগে। কিন্তু এরা অমরার্থ চন্দ্রিকা বা অমর কোষে শব্দার্থটি দেখলেন না।

আর্য — মহাকুল কুলীনার্য
সভ্য-সজ্জন সাধবঃ (২য় খণ্ড ব্রহ্মবর্গ ৫)

যে ভাল বংশের, ভাল আচরণের ভাল স্বভাবের এবং মার্জিত ব্যবহারের মানুষ। মনুস্মৃতিতে বলা হল — সংস্কৃতি ও আচার আচরণের ভিত্তিতেই আর্য-অনার্য স্থির হয়

মনুস্মৃতি - ১০ ঃ ৪৩-৪৫ তবে পবিত্র কর্মানুষ্ঠান না করায় আর্য সম্মান থেকে পুণ্ডকি, চোড়, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদশ, পহ্লব, চীনা, কীরাত এবং দারাদাসরা পতিত হয়েছে। এখানে কোন জাতি, জন্মসূত্র বা জাতীয়তার উল্লেখই নাই।

ওয়েব্‌স্টার এর নিউ ওয়ার্ল্ড ডিকসনারী (১৯৭৪) বইতে আর্য শব্দের ব্যাখ্যা — নোব্‌ল লর্ড ....

মনুর গ্রন্থে দ্রাবিড়দেরও আর্য্য ধরা হয়েছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে আর্য শব্দটি একটি সম্মান বোধক শব্দ হিসাবে — পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। আর্য্য চাণক্য বলতে আধুনিক ভাষার মি. চাণক্য বা মসিয়ে চাণক্য বা জনাব চাণক্য বা চাণক্যজী বোঝায়। কিওনরাড এল্‌স্ট তার বইতে লিখেছেন যে আর্য শব্দ যেটি সম্বোধনে ব্যবহৃত হত তা 'আয্যি' প্রাকৃত হয়ে এখন শুধুমাত্র জী তে এসে দাঁড়িয়েছে — যা আমরা হিন্দী ভাষায় সম্মানিত ব্যক্তির নামের শেষে ব্যবহার করি। (Indegenous Indians Agastya to Ambedkar পৃ. ৫)

ঋগ্বেদ ঃ প্রজা আর্য জ্যোতির গ্রহঃ। আর্য সন্তানরা জ্যোতি অন্বেষণ করে জ্যোতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সপ্তম মণ্ডল ৩৩ সূক্ত। বাল্মীকি ঃ আর্য সর্ব সমাসৈব সদৈব প্রিয়দর্শিনক। কালিদাস এবং ভাসের সাহিত্যতেও আর্য এবং আর্যে শব্দ দুটি সম্মান বোধক সম্বোধন। রামায়ণেও আর্য একটি সম্মান সূচক সম্বোধন রূপে ব্যবহৃত।

কী এবং কেন ঃ একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। আর্য আক্রমণ তত্ত্বের আর্য শব্দটির স্থলে ইউরোপীয় শব্দটি বসিয়ে দিলে (ইউরোপীয় আক্রমণতত্ত্ব) ইতিহাসের সঙ্গে খুব মানিয়ে যায়। আর্যদের যে চরিত্র অংকিত হয়েছে তা ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়দের সমগোত্রীয়। দ্রাবিড়দের স্থলে যদি এশীয় ও আফ্রিশীয় শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয় — তাহলে এই আক্রমণ তত্ত্বটি পরিষ্কার হয়। ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়রা এশীয় ও আফ্রিশীয়দের সম্পর্কে যা যা করেছে — আর্য্য আক্রমণ তত্ত্ব তথা ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখলে আর্য্য আক্রমণ তত্ত্বটি যে কী এবং কেন তা বোঝা যায়।

পশ্চিম থেকে পূর্বে নয় — পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঃ উত্তর পশ্চিম দিকে আর্যরা এসে ভারত আক্রমণ করেছিল — এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আর্যদের পূর্বাঞ্চলেই উৎপত্তির বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি পশ্চিম দিকে গেছিল। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে, ভারতীয় পুরাণগুলিতে এর যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এফ. ই. পারজিটার তার Ancient Indian Historical tradition 1977 গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে কোন পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণা না নিয়ে যদি পুরাণগুলি অধ্যয়ন করা যায় তাহলে দেখা যায় যে আর্যদের জন্মভূমি তথা বাসভূমি ছিল — হিমালয় এলাকায় কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর এবং পূর্বদিকে কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর এবং পূর্বদিকে বহুতীর্থ স্থান আছে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থান অঞ্চলে সে রকম কোন তীর্থস্থানের উল্লেখ ও অবস্থান নাই। বর্তমান উত্তর প্রদেশের

উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশে সমূহ সভ্যতার অগ্রগতি পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে হয়েছে বলে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ঃ ঋগ্বেদে বেশ কিছু শ্লোক আছে যেগুলিতে গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জের তাৎকালিক অবস্থানের উল্লেখ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ সব শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জের অবস্থান ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত হয়েছে যে ঋগ্বেদের বহু শ্লোকই খৃ. পূ. ৪০০০ অব্দের। (পৃ. ৭২ Indeginous Indians Agastya to Ambedkar - Keonrad Elst. পৃ. ২, ৭ - Language Mathematics and Astronomy a chronological synthesis for Vedic Age in International Journal of Indians Studies)

কাল নির্ণয় ঃ-

ম্যাক্স মূলার ঃ বৈদিক সাহিত্যের রচনা কাল সম্পর্কে ম্যাকস মূলার এর কাল নির্ণয়ঃ

ঋগ্বেদ — ১২০০-১০০০ খৃ. পূর্বাব্দ
মন্ত্র — ১০০০-৮০০ খৃ. পূর্বাব্দ
ব্রাহ্মণ — ৮০০-৬০০ খৃ. পূর্বাব্দ
সূত্র — ৬০০-২০০ খৃ. পূর্বাব্দ

ম্যাক্স মূলারের মতে ১৫৪০ খৃ. পূর্বাব্দে আর্যরা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। একটি যাযাবর অসভ্য ও বর্বর জাতি বৈদিক সাহিত্যের ঐ সুললিত ভাষা যে কোথায় পেল ম্যাক্স মুলার তা বলেন নি। তাছাড়া তার মতে পৃথিবীর জন্ম ৪০০৪ খৃ. পূর্বাব্দে। অতএব তার আগে কোথাও কিছু থাকা সম্ভব নয়।

আধুনিক গবেষণায় কাল নির্ণয় — এন. এস. রাজারাম

বৎসর	কাল	মন্তব্য
১। ৮০০০ খৃ. পূ.	বরফ যুগ Ice Age শেষ	বৈদিক যুগের শুরু
২। ৩৭৫০ খৃ. পূ.	দশরাজার যুদ্ধ	ঋগ্বেদের কাল শেষ
৩। ৩৩০০ খৃ. পূ.	কুনালের রূপার প্রচলন	ঋগ্বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণকাল
৪। ৩২০০ খৃ. পূ.-র পূর্বকাল		সরস্বতী নদী সভ্যতার কাল
৫। ৩১০০ খৃ. পূ.	সরস্বতী ও দৃশ্যদ্বতী শুকাতে শুরু করল	মরুভূমি সৃষ্টি।
৬। ৩০০০-২০০০ খৃ. পূ.	হরপ্পা যুগ	শূল বা সূত্র রচনাকাল
৭। ২২০০-২০০০	সরস্বতী নদীর কাল শেষ	সরস্বতী শুকিয়ে গেল
৮। ২২০০-১৯০০	খরা যুগ	প্রাচীন যুগের কাল শেষ

আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্বকে একটি কল্পনা বিলাস প্রমাণ করে এত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এত পণ্ডিত এই কাজ করেছেন ও করছেন যে সেগুলি সব পড়ে উঠে সংকলন করলে মহাভারত গড়ে উঠবে। খুব সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে,

১। আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব, আর্য-দ্রাবিড় জাতি ও তাদের সংঘর্ষ তত্ত্ব, আর্য আক্রমণে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার তত্ত্ব, আগে সিন্ধু সভ্যতা পরে বৈদিক

সভ্যতা — এই তত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ধাতুবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে সমর্থন যোগ্য নয়। এই সব শাস্ত্রর সাহায্য নিয়ে আর্য্য আক্রমণ তত্ত্ব যে রাজনীতি ও ধর্মের প্রয়োজনে একান্ত মিথ্যা সৃষ্টি হয়েছিল তাই প্রমাণিত হয়।

২। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি ৩৭০০ খৃ. পূর্বাব্দের মধ্যেই সংকলিত হয়েছিল।

৩। হরপ্পা বা সিন্দু সভ্যতার কাল বৈদিক যুগের পরে — সূত্র রচনার কালে।

৪। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার কালে যে লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল তা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যুক্ত। ঐ সভ্যতায় কালের ২০০০ বছর পরে দ্রাবিড় ভাষা ও লিপির জন্ম হয়েছে। হরপ্পা লিপির সঙ্গে দ্রাবিড় লিপির সাযুজ্য অসম্ভব কল্পনা। পণ্ডিত সুভাষ কাক এবং বিশেষ করে পণ্ডিত এস. আর. রাও ঐ সব লিপির পাঠোদ্ধারে অনেকটা সফল হয়েছেন। শীল মোহরগুলি একে এক, ত্র, চতুস, পঞ্চ হস্ত/সপ্তদশ, দ্বিদশ এবং শত এই সংখ্যাগুলি বোঝা গেছে। আবার অত্রি, কাশ্যপ, গণ, মনু, সর, ক্রেতা, দক্ষ, দ্রুহ্য, কাঁড়ি প্রভৃতি বৈদিক নাম জানা গেছে।

(পৃ. ১০১, শ্রীকান্ত তালাগিরি, Aryan Invasion Theory and Indian nationalism)

৫। ৪০০০ খৃ. পূর্বাব্দের আগে থেকেই ভারতীয়রা (আর্য) পূর্ব থেকে পশ্চিমেই সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন।

৬। হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস কোন আক্রমণে হয়নি। আনুমানিক ১৯০০ খৃ. পূর্বাব্দে সরস্বতী দৃশ্যদ্বতী নদীগুলি শুকিয়ে যাওয়ার কারণেই হয়েছিল। ঐ সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও হয়েছিল। বেদে উল্লিখিত সরস্বতী নদীর তীরবর্তী এলাকায় অন্তত ৫০০টি জনপদের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এলাকায় এখন পর্যন্ত ৩৬টি জনপদের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৭। উত্তর ভারত এবং দক্ষিশ ভারত কখনই সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সনাতন ধর্মের তিন দিকপাল — শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য ও রামানুজ দক্ষিশ ভারতের মানুষ। উত্তর ভারতে সমাদৃত ও পূজিত মহাদেব, শিব বা দেবাদিদেব — হিমালয়ের অঞ্চলের দেবতা হলেও সমগ্র দক্ষিশ ভারতে শিব পূজিত। বেদের সায়ন ভাষ্য সর্ব সমাদৃত — সায়ন দক্ষিশ ভারতের মানুষ। প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত। উত্তর ভারতের ঋষি অগস্ত্য দক্ষিণ ভারতে সমাদৃত। মন্ত্রগুলি উত্তর ও দক্ষিণে ভারতের নদী ও পর্বত সমূহ একত্রে গীত হয়।

৮। যারা আক্রমণ তত্ত্ব ও আর্য দ্রাবিড় সংঘর্ষ তত্ত্ব তৈরী করেছিলেন — তারা সেই সব তত্ত্বের স্বপক্ষে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিতে পারেন নি কারণ তত্ত্ব রচনার কালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য হয়নি। তারা ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রমাণ তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভাষাতত্ত্ব তখন খুব উন্নত ছিল না। বর্তমান ভাষাতত্ত্ব তাদের সেই পূর্ব সিদ্ধান্তগুলিকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করেছে।

৯। আর্য আক্রমণ তত্ত্ব - একটি বিশাল সাহিত্যের কথা বলেছে — সেই সাহিত্য যারা রচনা করেছে তাদের ইতিহাস দিতে পারে নি। আর যাদের ইতিহাস ও সভ্যতার কথা বলেছে — তাদের সাহিত্য দেখাতে পারে নি।

এই তত্ত্ব আমাদের কী কী ক্ষতি করেছে ঃ

বিচার করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দীতে যারা এই তত্ত্বটির রচনা ও বিকাশ ঘটিয়ে ছিল — এই তত্ত্বে ঠিক তাদের মানসকিতাই প্রতিফলিত হয়েছে। ইউরোপীয়রা তাদের নিজের জাতিগত চিন্তা ও উন্নাসিকতা আর্য্যদের মধ্যে চিত্রিত করেছেন — আর অনার্য বা দ্রাবিড়দের উপর চাপিয়েছেন আফ্রো — এশিয় মানুষগুলিকে। এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদী ও ধর্মীয় আক্রমণকে - সিন্ধু সভ্যতার ভারতীয়দের উপর আর্য্যদের আক্রমণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের আর্য্য সভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা এবং পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রই ছিল ভারত।

(Indian Contribution to World Thought and culture - 1970 বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত)

১। এই তত্ত্ব ভারতবর্ষকে উত্তরে আর্য্য ও দক্ষিণে দ্রাবিড়ীয় এই দুই ভাগে ভাগ করে একই দেশের দুই অংশকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ রেখেছে। হিন্দু জাতি এই তত্ত্বের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে যে বিভাজন আজও সমাজ জীবনে মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে। এই তত্ত্ব আর্যজাতিবাদ ও দ্রাবিড় জাতিবাদ এর উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

২। ভারতবর্ষকে পদানত রাখার কাজে এই তত্ত্ব ইংরাজদের সাহায্য করেছে। তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে তারা যা করেছে হিন্দুদের পূর্বপুরুষ আর্যরাও তাই করেছিল। এই একই যুক্তি ইসলামী আক্রমণকারীরাও ব্যবহার করেছে।

৩। এই তত্ত্ব বৈদিক সংস্কৃতিকে অনেক পরবর্তীকালের বলে ব্যাখ্যা করেছিলো এবং বলেছিল এই সংস্কৃতি মধ্য প্রাচ্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই তত্ত্ব ভারতের ধারাবাহিক প্রাচীন সভ্যতাকে দুইভাগে ভাগ করে দেখিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা যে বৈদিক আর্য সভ্যতার পরবর্তীকালের সেটাই গোপন করে উল্টো ভাষ্য দেওয়া হয়েছিল। বাইবেল ও খৃষ্টান কালপঞ্জী অনুসারে হিসাব করে দেখান হয়েছিল যে হিন্দুদের আচারিত সনাতন ধর্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে ধার নেওয়া এক উপসংস্কৃতি।

৪। এই তত্ত্বের ফলে প্রচার হল — ভারতের বিজ্ঞান এবং গণিত চর্চা গ্রীস থেকে ধার করা। অথচ বাস্তব চিত্রটা হল — ভারতবর্ষ থেকেই গণিত শাস্ত্র সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে।

৫। এই তত্ত্ব ভারতের যাবতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে কবিদের কাল্পনিক বিবরণ বলে প্রচার করল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে ইতিহাসে হিসাবে গ্রহণ

না করে কবির কল্পনা বলে চালান হল। ভারতের ঐতিহাসিক পুরুষদের (যেমন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) অস্তিত্বই চ্যালেঞ্জ করল।

৬। এইসব প্রচার ভারতীয়দের হীনমন্য করে দিল। ঠিক এটাই তারা চাইছিল। জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত না হয়ে ভারতীয়রা হীনমন্য হওয়ায় - মেকলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয়দের গৌরব করার মত কোন অতীত নাই এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়ে ভারতীয় চেহারায় ইংরাজ ও বিদেশী মানসকিতার মানুষ (ইন্ডিয়ান) তৈরী হল — তাদের মাতৃভূমি ইন্ডিয়া - সংস্কৃতি বিদেশী। ভারত ও ভারতীয় অপেক্ষা ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ানদের রমরমা হল। ভারত ও ভারতীয়রা হল সাম্প্রদায়িক।

৭। হীনমন্যতা এমন জায়গায় গেল যে — শ্রীঅরবিন্দ, ডাঃ আম্বেদকর, মহামান্য তিলক, দয়ানন্দ সরস্বতী, যুগ পুরুষ বিবেকানন্দ — আর্য আক্রমণ তত্ত্বের অসারতা সম্পর্কে বার বার বলা সত্ত্বেও ইন্ডিয়ানরা সেই সব ভারতীয় মনীষীদের কথায় কর্ণপাত করল না। ইংরাজ গুরুরা যা বলেছে - তাই-ই সত্য বলে গ্রহণ করল।;

৮। বাম রাজনীতি (মার্কসীয় তত্ত্ব) ভারতে প্রবেশ করার পর এই হীনমন্যতার প্রচার আরও মারাত্মক হয়ে উঠল। মার্কসবাদীরা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের শোষণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল — কিন্তু তাদের আর্য আক্রমণ তত্ত্ব মেনে নিল।

আজও এদেশের বামেরা শুধু এইটা মেনে নিয়েছে নয় — এর প্রচারও করেছে। রোমিলা থাপার ও জহওরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ইতিহাসবিদরা আজও একই প্রচার করছেন। টেলিভিশন মাধ্যম - তাদের এখন সব থেকে বড় হাতিয়ার। এই সব চর্চা করলে বা পাঠ্যপুস্তকে তা সন্নিবেশ করলে তারা গৈরিককরণের অভিযোগ করেন।

সিরিয়াল আমীর খসরু ও ভারত এক খোঁজ — প্রতিনিয়ত আর্য আক্রমণ তত্ত্ব প্রচার করে চলেছে। অসভ্য বর্বর যাযাবর আর্যরা ভারত আক্রমণ করেছিল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জহরলাল নেহেরুকে দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে মুসলমনারা এদেশ আক্রমণ করেনি। ৭২২ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৫২৬ পর্যন্ত লাগাতার মুসলমান আক্রমণের বিষয়ে নেহেরু মুখ দিয়ে অস্বীকার করিয়ে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

ড. বি. আর. আম্বেদকর

ড. আম্বেদকর ঋগ্বেদ এবং আবেস্তা অধ্যয়ন করেছিলেন। আর্য, দাস, দস্যু, অনাস, কৃষ্ণযোনী, বর্ণ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ যা আর্য আক্রমণ তত্ত্বের প্রবর্তকরা বেছে নিয়েছিলেন তাদের তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে নিয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করেছিলেন। তার মন্তব্য — ঋগ্বেদে এমন কিছুই নাই যা আর্য আক্রমণ তত্ত্বের সমর্থন করে। আর্যরা বিদেশ থেকে এদেশে এসেছিল এমন কণামাত্র প্রমাণ নাই। বর্ণ শব্দটি ঋগ্বেদের যে ২২টি শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে — সে সব ক্ষেত্রে ঐ শব্দ গায়ের রং বোঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। তার সিদ্ধান্ত ঃ

১। বেদে আর্য নামে কোন জাতি পাওয়া যায় না।

২। দাস বা দুস্যদের আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করেছিল আর্যজাতি — এমন প্রমাণ নাই।

৩। আর্য, দাস, দুস্যদের পার্থক্য যে জাতিগত পার্থক্য ছিল — বেদে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(Who were Shudras 1946, Speeches and Writings of Ambedkar মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত ১৯৯০। ৭ম খণ্ড, ৭ পৃ. ৮২, পৃ. ৮৫)

শ্রীঅরবিন্দ বোধ হয় সব থেকে সুন্দর করে বলেছেন। তার কথায় — অসভ্য বর্বর যাযাবর আর্যরা বৈদিক ধারণা সমূহ সুসভ্য দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ধার নিয়েছিল — এই কথাটি একটি অনুমান (conjecture) যা অন্যান্য আরও কতকগুলি অনুমানের সমর্থনে রচিত। এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ আছে যে আর্য আক্রমণের গল্প (story) ভাষাতাত্ত্বিক (Philologists) দের একটি কল্পনা কিনা।

(পৃ. ৪ The Secret of the Veda - Sri Aurobinda)

আমাদের দেশের ইন্ডিয়ানরা ভারতীয় তিলক, আম্বেদকর, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ মূল বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করে বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মানেন না। বৈদিক সাহিত্য মূল না পড়ে, এদেশের কোন কিছুই না জেনে কেবলমাত্র খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য আর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা স্থায়ী করার জন্য অর্থের বিনিময়ে ইউরোপীয় সাহেব পডিতেরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই-ই মেনে চলেন। এ বাবদে এই দেশের তথাকথিত বামপন্থীরা ঐ বিদেশী ধর্ম ও ঔপনিবেশিকদের চেলাগিরি ও মোসাহেবী করেন। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পূজায় এই হীনমন্যতা থেকে দেশের ছাত্র সম্প্রদায় ও তাবৎ মানুষকে উত্তরণে নিয়ে যেতে হবে। এ কাজ ইন্ডিয়নাদের নয় - ভারতীয়দের। আমাদের দেশের দুটো নাম অকারণে হয়নি। ভারতীয় সংবিধানে এদেশের নাম ইন্ডিয়া ও ভারত এই দুইটি বিশেষ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এই দেশে দুটি মানসকিতা কাজ করে। একদিকে বিদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, তাদের অর্থে লালিত হীনমন্য ইন্ডিয়ানের দল — যারা এখন সমস্ত সংবাদ মাধ্যম ও অনেক উচ্চপদ অলংকৃত করছে। আর একদল জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সংখ্যায় কম কিন্তু জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত।

ভারতের নেতৃত্ব যতদিন ঐ সব হীনমন্য অর্থলোলুপ ইন্ডিয়ানদের হাতে থাকবে ততদিন — ভারত জগৎসভায়, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে অনুকরণ প্রিয় ও পঙ্গু হয়ে থাকবে।

তাই নিরন্তর লড়াই চালাতে হবে ভারতীয়দের। সে লড়াই আর্য আক্রমণ তত্ত্বের অসারতা ও অলীকতা প্রমাণের মাধ্যমে শুরু করা দরকার। এই প্রবন্ধ সংকলনে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তার তালিকা দিলাম বটে কিন্তু সেই গ্রন্থগুলির একটাই একশ। এই বিষয়ে এত সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধ হয় না। হলে সুবিচার হয় না। পাঠকবৃন্দের পক্ষে সম্ভব হলে উল্লিখিত পুস্তকগুলি যে কোন একটি পেলেও পড়ে নেবেন — অনুরোধ থাকল।

1. Indian's contribution to World Thought and Culture 1970 Vivekananda Rock Memorial Committee.
2. The Secret of the Veda-Sri Aurobinda-Sri Aurobinda Ashram Pondichery.
3. God-Sages and Kings Vedic Secrets of Ancient Civilization David Frawely-Motilal Benarasi Das Publishers - Delhi.
4. Who were the Sudras-Speeches and writings by Dr. B. R. Ambedkar published by Govt. of Maharashtra Vol. 7
5. Life and Letters of F. Max Muller - 1902, Vol. 1 by Georgina Muller - Longman.
6. Nirod Choudhury - life of M. Muller 1974 Oxford University Press.
7. Devichand - The Yajer Veda - Mushiram - Monoharial - Delhi.
8. Aryan Invasion of India - N.S. Rajaram - Voice of India - Delhi

আরও পড়া দরকার ঃ

1. S. S. Misra - The Aryan Problem : A linguistic Approach, Munsiram Monoharlal Delhi.
2. S. N. Mukherjee - Sri William Jones : A strudy in 18th Century Activities to India Hyderabad, Longman.
3. F. E. Pargiter : Indian Historical Tradition COSMO, New Delhi.
4. L. Poliakov : The Aryan Mythe New York, Basic Books.
5. N. S. Rajaram : Language, Mathematics and Astronomy a Chronologic Synthesis of the Vedic Age _ International Journal of Indian Studies.
6. Rajaram & Frawely : The Vedic Aryans and the Origin of Civilization World Heritage press - Quebec.
7. S. B. Roy, Age of Mahabharata Battle, Academic, New Delhi.
8. A. Seidenberg i) The Ritual Origin of Geometry, ii) The Origin of Mathematics. Archive for history of Exact Scientcs.
9. K. D. Sethna : The Problem of Aryan Origin : from an Indian point of view New Delhi : Aditya Prakasani.
10. J. G. Shaffer : Indo Aryan Invasions : Cultural Myth and Archronolog Reality-people of South Asia Edited by John Luckas, New York.
11. Shrikant G. Talageri : The Aryan Invasion Theory, A Reappraisal - I Delhi, Aditya Prakasani and Aryan Invasion Theory and Indian Nationalism. Voice of India, Delhi.
12. V. S. Wakankar : Lupta Saraswati Nadi (Hindi) Translation from Marathi Nagpur Babasahed Apte Smarak Samiti.
13. Suvas Kak : On the decipherment of Indus Script-Indian Journal of History of Science.
14. S. R. Rao : Decipherment of Indus Script.
15. S. R. Rao : Lothel and the Indus Civilization
16. Suvas Kak : On Astronomy of India, The Chronology of Ancient Indian Journal of History of Science.